সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪০১
WEEKLY BOOKLET:401

অন্তরের কঠোরতার কতিপয় কারণ

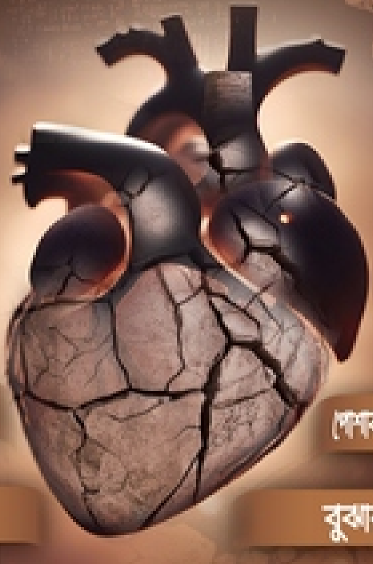

৫ অন্তর সৃষ্টির উদ্দেশ্য
পোশাক নেককারদের ন্যায় এবং ... ১৬
১২ অতিরিক্ত হাসা
বুখার বিষয় ২০

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ط

অন্তরের কঠোরতার কতিপয় কারণ(১)

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ এই পুস্তিকা **"অন্তরের কঠোরতার কতিপয় কারণ"** পড়ে বা শুনে নিবে তাকে নরম অন্তর ও নম্র স্বভাবের বানাও এবং তার পিতা মাতাসহ তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও।

اٰمِين بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আখেরী নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন তোমরা তোমাদের মজলিসকে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করার মাধ্যমে সজ্জিত কর কেননা তোমাদের আমার উপর পাঠ করা দরূদ কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে। (জামে সগীর, ২৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৫৮০)

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চারটি দোয়া:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিনয় ও একাগ্রতার স্থান হলো অন্তর, আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এর প্রকাশস্থল। **বিনয়** অর্জিত হওয়া **আল্লাহ পাকের** অনেক বড় নেয়ামত। শয়তান প্রথমে তো বান্দাকে নামায থেকে বিরত রাখে, এরপরও বান্দা যদি নামায পড়া শুরু করে তবে শয়তান বিভিন্ন ধরনের দুনিয়াবী

১. এই বিষয়টি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه 'র লিখিত কিতাব ফয়যানে নামায এর ৩৬৭-৩৮৬ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে।

www.dawateislami.net

বিষয় মনে করিয়ে দিয়ে নামাযের রূহ অর্থাৎ **বিনয় ও একাগ্রতা** নিঃশেষ করে দেয়ার চেষ্টা করে। বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام বিনয় ও একাগ্রতা সহকারে নামায আদায় করতেন, আমাদেরও বিনয় ও একাগ্রতা (বিনয় ও নম্রতা) অর্জন করার জন্য প্রবল চেষ্টা করা উচিৎ এবং তা পাওয়ার জন্য কেঁদে কেঁদে দোয়া করা উচিৎ। আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দোয়াগুলো করতেন:

(১) اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡۤ اَعُوۡذُبِكَ مِنۡ قَلۡبٍ لَّا يَخۡشَعُ ـ (১)

হে **আল্লাহ**! আমি সেই অন্তর থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যে অন্তর একাগ্রতা অবলম্বন করে না।

(২) رَبِّ اجۡعَلۡنِیۡ لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، لَكَ رَهَّابًا، لَكَ مِطۡوَاعًا، لَكَ مُخۡبِتًا، اِلَيۡكَ اَوَّاهًا مُّنِيۡبًا ـ (২)

হে আমার **প্রতিপালক**! আমাকে তোমার অধিক কৃতজ্ঞ, তোমায় অধিকহারে স্মরণকারী, তোমায় প্রতি অধিক ভীত, তোমার একান্ত অনুগত, তোমার জন্য একাগ্রতা অবলম্বন কারী, তোমার দরবারে অত্যধিক ক্রন্দনকারী এবং মনযোগী বানিয়ে দাও।

(৩) اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡۤ اَعُوۡذُبِكَ مِنۡ عِلۡمٍ لَّا يَنۡفَعُ، وَمِنۡ قَلۡبٍ لَّا يَخۡشَعُ، وَمِنۡ نَفۡسٍ لَّا تَشۡبَعُ، وَمِنۡ دَعۡوَةٍ لَّا يُسۡتَجَابُ لَهَا ـ (৩)

হে **আল্লাহ**! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি সেই ইলম থেকে, যা উপকৃত করে না। সেই অন্তর থেকে, যা একাগ্রতা অবলম্বন করে না। সেই নফস থেকে, যে পরিতৃপ্ত হয় না, সেই দোয়া থেকে, যা কবুল হয় না।

১. তিরমিযী, ৫/২৯৩, হাদীস ৩৪৯৩।
২. তিরমিযী, ৫/৩২৩, হাদীস ৩৫৬২।
৩. মুসলিম, ১১১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৯০৬।

www.dawateislami.net

(৪) اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡۤ اَعُوۡذُبِكَ مِنۡ صَلَاةٍ لَّا تَنۡفَعُ ـ (١) হে **আল্লাহ**! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি সেই নামায থেকে, যা উপকার দেয় না।

ইলমে নাফেয়ে (উপকারী জ্ঞান) দ্বারা অন্তরে একাগ্রতা সৃষ্টি হয়:

আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাবী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৩নং দোয়ার আলোকে বলেন: **আল্লাহ পাকের** দরবারে "সেই ইলম দ্বারা যা কোন উপকার দেয় না" এবং "সেই অন্তর দ্বারা যা একাগ্রতা অবলম্বন করে না" একত্রে বলার উদ্দেশ্য এটাই যে, **ইলমে নাফেয়ে** (অর্থাৎ উপকারী জ্ঞান) **দ্বারা অন্তরে একাগ্রতা সৃষ্টি হয়**।

(ফয়যুল কদীর, ২/১৯৪)

"ইলমে নাফেয়ে" কাকে বলে?

ইলমে নাফেয়ে (অর্থাৎ উপকারী জ্ঞান) হলো তাই, যা অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করে এবং এতে **আল্লাহ পাকের** মা'রিফাত (পরিচয়), মহত্ব, ভয়, সম্মান এবং ভালবাসা পূর্ণ করে দেয় এবং যখন এই বিষয়সমূহ অন্তরে দৃঢ় হয়ে যায় তখন অন্তরে **খুশো** (একাগ্রতা) সৃষ্টি হয় আর অন্তরের অনুসরণে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গও একাগ্রতা অবলম্বন করে।

(মু'জামু রাসায়িল ইবনে রজব, ১/১৬)

শয়তান কাছে আসে না

হযরত সায়্যিদুনা সাহল বিন আব্দুল্লাহ তুসতারি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "যে ব্যক্তির অন্তরে একাগ্রতা থাকে, শয়তান তার কাছেই আসে না।"

(বাসায়ির যাবিত তামিয, ২/৫৪২)

১. আবু দাউদ, ২/১৩১, হাদীস ১৫৪৯।

গুনাহ একাগ্রতার পথে অনেক বড় বাঁধা

যদি আপনি বিনয় ও একাগ্রতা সহকারে নামায পড়তে চান তবে সর্বপ্রথম গুনাহ থেকে দূরে থাকুন, গুনাহ একাগ্রতার পথে অনেক বড় বাঁধা, গুনাহে লিপ্ত থাকা অবস্থায় একাগ্রতা অর্জন হতে পারে না।

অন্তরকে নম্রকারী কাজঃ

যদি অন্তরে নম্রতা ও **একাগ্রতা** আনতে চান তবে অধিকহারে নেকী করুন এবং একটি মহত্বপূর্ণ নেকী হলো কুরআনে পাকের তিলাওয়াত। তিলাওয়াতের কারণে অন্তর নম্র হয়, তাছাড়া মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার করাও অন্তর নম্র হওয়ার কারণ হয়। এক ব্যক্তি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে অন্তরের কঠোরতার ব্যাপারে অভিযোগ করলো, তখন **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "যদি তুমি চাও যে, তোমাদের অন্তর নম্র হয়ে যাক, তবে তুমি মিসকিনদের খাবার খাওয়াও এবং এতিমদের মাথায় হাত বুলিয়ে দাও।" (শুয়াবুল ঈমান, ৭/৪৭২, হাদীস ১১০৩৪)

এতিমদের মাথায় হাত বুলানোর ফযীলতঃ

মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা **"ইহতিরামে মুসলিম"** এর ১২-১৩ পৃষ্ঠায় রয়েছেঃ যে শিশুর বাবা মারা যায়, তাকে এতিম বলা হয়। যখন ছেলে প্রাপ্তবয়স্ক এবং মেয়ে প্রাপ্তবয়স্কা হয়ে যায়, তখন এতিমের বিধান শেষ হয়ে যায়। এতিমের সাথে সুন্দর আচরণ করারও অনেক সাওয়াব রয়েছে। যেমনটি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এতিমের মাথায় শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের** জন্য হাত বুলিয়ে দেয়, তবে যতগুলো চুলের উপর তার হাত অতিবাহিত হলো, প্রতিটি চুলের বিনিময়ে

তার জন্য নেকী রয়েছে এবং যে ব্যক্তি এতিম মেয়ে বা এতিম ছেলের প্রতি দয়া করবে, আমি এবং সে জান্নাতে (দু'টি আঙ্গুলকে একত্রিত করে বললেন) এইভাবে থাকবো।" (মুসনদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ৮/২৭২, হাদীস ২২২১৫)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এতিম ছেলে হলে তবে তার মাথার উপর হাত বুলিয়ে সামনের দিকে নিয়ে এসো এবং শিশুর বাবা থাকলে হাত বুলিয়ে গর্দানের দিকে নিয়ে যাও।"

(মু'জামু আওসাত, ১/৩৫১, হাদীস ১২৭৯)

অন্তরের কঠোরতা কিভাবে দূর হবে? (ঘটনা)

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর নিকট একজন মহিলা অন্তরের কঠোরতার ব্যাপারে অভিযোগ করলে তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا বলেন: **মৃত্যুকে অধিকহারে স্মরণ কর তোমার অন্তর নম্র হয়ে যাবে।** যখন সেই মহিলা এরূপ করলো, তখন তার অন্তর নম্র হয়ে গেলো। অতএব সে উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলো। (আর রউযুল ফায়িক, ২৩ পৃষ্ঠা)

অন্তর সৃষ্টির উদ্দেশ্য:

ইমাম শরফুদ্দীন হোসাইন বিন মুহাম্মদ তাইয়্যিবী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: অন্তরকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র এটাই যে, তা যেন **আল্লাহ পাকের** জন্য একাগ্রতা প্রদর্শন করে, যাতে এর কারণে বক্ষ খুলে যায় এবং অন্তরে নূর ঢেলে দেয়ার উপযুক্ত হয়ে যায়, যখন অন্তরে একাগ্রতা থাকবে না, তখন তাকে কঠোর বলা হবে এবং কঠোর অন্তর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা প্রয়োজন, **আল্লাহ পাক** (২৩তম পারা সূরা যুমারের ২২নং আয়াতে) ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ সুতরাং দূর্ভোগ তাদেরই যাদের হৃদয় আল্লাহর স্মরণের দিক থেকে কঠোরতা হয়ে গেছে।

فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ

(পারা ২৩, সূরা যুমার, আয়াত ২২)

কঠোর অন্তরের পরিচয়

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেনঃ নম্র অন্তর উর্বর মাটির ন্যায়, যাতে উৎপাদন অনেক বেশি হয় এবং কঠোর অন্তর সেই পাথরী এলাকার ন্যায়, যাতে বপন করা বীজ বৃথা যায়। (মিরাতুল মানাজিহ, ৪/৬০) (অপর এক জায়গায় বলেনঃ) যে অন্তরে **আল্লাহ** (**পাকে**র) যিকিরে প্রশান্তি, আযাবের আলোচনায় ভয়, জান্নাতের আলোচনায় আগ্রহ, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনায় আন্তরিক প্রশান্তি সৃষ্টি হয় না, তা হলো কঠোর অন্তর, **আল্লাহ পাক** এর থেকে রক্ষা করুক।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৪/৫৯)

আ'প কা নাম শুনতে হি সরকার কাশ,
দিল মাচালনে লাগে জান হো বে করার।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২২৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহর নিকট সূর্যের চেয়েও বেশী উজ্জল চেহরা কার হবে?

একটি হাদীসে কুদসীতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেনঃ আমি প্রত্যেক নামাযীর নামায কবুল করি না, বরং আমি তার নামাযই কবুল করি, যে আমার মহত্বের কারণে বিনয় অবলম্বন করে, আমার হারামকৃত জিনিস থেকে নিজের আকাঙ্ক্ষাকে দূরে রাখে, আমার অবাধ্যতার প্রতি ধাবিত হয় না, ক্ষুধার্থকে খাবার খাওয়ায়, বস্ত্রহীনদের কাপড় পরিধান করায়, বিপদগ্রস্তদের প্রতি দয়া করে, মুসাফিরদের স্থান দেয় এবং এসবকিছু আমার

www.dawateislami.net

জন্যই করে। আমার সম্মান ও মহত্বের শপথ! **তার চেহরার নূর আমার নিকট সূর্যের আলোর চেয়েও বেশি উজ্জ্বল হবে**, এছাড়া তার অজ্ঞতাকে নম্রতা এবং অন্ধকারকে আলোকিত করে দিবো, সে আমাকে ডাকবে, আমি লাব্বাইক (উপস্থিত) বলবো, আমার নিকট প্রার্থনা করবে, আমি দান করবো, আমার উপর শপথ করবে, আমি তার শপথ পূরণ করবো, তাছাড়া তাকে নিজের নৈকট্য দান করে তার রক্ষণাবেক্ষণ করবো এবং আপন ফিরিশতাদের মাধ্যমে তার নিরাপত্তা দান করবো।

(কানযুল উম্মাল, ৭/২১৪, হাদীস ২০১০০)

গুনাহের কারণে অন্তর কালো হয়ে যায়ঃ

যার অন্তর কঠোর হয়ে যায়, তার থেকে **বিনয়** চলে যায়, অন্তর কঠোর হওয়ার কিছু কারণ রয়েছে, এর মধ্যে একটি হলো গুনাহ করা। হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন বান্দা কোন গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো বিন্দু (**Black dot**) সৃষ্টি হয়ে যায়, যখন সেই গুনাহ থেকে ফিরে আসে এবং তাওবা ও ইস্তিগফার করে নেয়, তখন তার অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায় আর যদি পুনরায় গুনাহ করে তবে সেই বিন্দু বড় হয়, এক পর্যায়ে সম্পূর্ণ অন্তর কালো হয়ে যায় এবং এটা সেই মরিচা যে বিষয়ে **আল্লাহ পাক** এভাবে ইরশাদ করেছেন:

كَلَّا بَلْ ٚ رَانَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۱۴﴾

(পারা ৩০, সূরা মুতাফফিফিন, আয়াত ১৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ কখনো নয় বরং তাদের অন্তরগুলোর উপর মরিচা লেপন করে দিয়েছে তাদের কৃতকর্মগুলো।

(তিরমিযী, ৫/২২০, হাদীস ৩৩৪৫)

www.dawateislami.net

জি চাহতা হে ফুট কে রউও তেরে গম মে,
সরকার! মগর দিল কি কসাওয়াত নেহি জাতি।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৮২ পৃষ্ঠা)

অত্যাচারীর সাথে মেলামেশা অন্তরকে কালো করে দেয়ঃ

বিনা উদ্দেশ্যে শাসকের সাথে সাক্ষাৎ করা ঠিক নয়, এর অনেক মন্দ প্রভাব (Bed effects) পড়তে পারে। সেই যুগের বাদশাহ ইমাম আসফিয়া হযরত দাউদ তাঈ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলো, তখন তিনি অস্বীকৃতি জানালেন এবং হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ব্যাপারে এই বর্ণনা করলেন যে, رُؤْيَةُ وَجْهِ الظَّالِمِ تُسَوِّدُ الْقُلُوْبَ অর্থাৎ অত্যাচারীর চেহারা দেখা অন্তরকে কালো করে দেয়।

(সাবয়ে সানাবিল, ৯৫ পৃষ্ঠা)

গুনাহ কুফরের বার্তা বাহক

বুযুর্গদের বাণীঃ "**গুনাহ কুফরের বার্তা বাহক** (অর্থাৎ কারণ)" অর্থাৎ এর ভিত্তিতে যে, গুনাহ **অন্তরে কালো দাগ** সৃষ্টি করে একে এমনভাবে ঢেকে নেয় যে, তা আর কখনো কোন কল্যাণকে গ্রহণ করে না, তখন অন্তর কঠোর হয়ে যায় এবং তার থেকে সকল প্রকার রহমত ও দয়া এবং ভয় বেরিয়ে যায়, অতঃপর সেই ব্যক্তি যা চায় তা করে নেয় এবং যে বিষয় তার পছন্দ হয় তার উপর আমল করে, তাছাড়া **আল্লাহ পাকে**র বিপরীতে শয়তানকে নিজের বন্ধু বানিয়ে নেয়, তখন সেই শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করে দেয়, প্রতারণা করে, মিথ্যা আশা জাগিয়ে দেয় এবং যেভাবেই সম্ভব হয় তাকে কুফরের চেয়ে কম কোন বিষয়ের উপর রাজি হয় না।

(জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল, ১/৬৩)

দিন রাত মুসালসাল হে গুনাহোঁ কা তাসালসুল,
কুছ তুম হি করো না ইয়ে নাহুসত নেহি জাতি।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৮২ পৃষ্ঠা)

অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেয়া হলে নেকীর তৌফিক হবে নাঃ

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেনঃ "**আল্লাহ পাক** এবং বান্দার মাঝখানে গুনাহের একটি নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে, যখন বান্দা সেই সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায় তখন **আল্লাহ পাক** তার অন্তরে মোহর (Seal) লাগিয়ে দেন, এরপর তাকে নেকী করার তৌফিক দেয়া হয় না।"

(ইহইয়াউল উলূম, ৪/৬৫)

হে **আল্লাহ পাক**! দয়ার আবেদন করছি, আমার অন্তর থেকে গুনাহের কালো দাগ মিটিয়ে দিয়ে এতে নেকীর নূর দ্বারা পূর্ণ করে দাও, মাওলা! অন্যথায় কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না।

গুনাহো কি আদত বড়হি জা রহি হে, করম ইয়া ইলাহী করম ইয়া ইলাহী!
গুনাহো কি তা'রিকিয়াঁ ছা গেয়ি হে, করম ইয়া ইলাহী করম ইয়া ইলাহী!
তু আত্তার কো বে সবব বখশ মাওলা,
করম কর করম কর করম ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১১১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অন্তরের কঠোরতার একটি কারণ হলো "অহেতুক কথাবার্তা"

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর হাওয়ারীদের (সাথীদের) উপদেশ দিতে গিয়ে বললেনঃ "**হে লোকেরা**! তোমরা অহেতুক কথা বলা থেকে বিরত থাকো, কখনোই **আল্লাহ পাকের** যিকির ব্যতীত

www.dawateislami.net

নিজের মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের করো না, অন্যথায় তোমাদের অন্তর কঠোর হয়ে যাবে, অথচ অন্তর নরম হয়ে থাকে (কিন্তু অহেতুক কথাবার্তা একে কঠোর করে দেয়) এবং কঠোর অন্তর **আল্লাহ পাকের** রহমত থেকে বঞ্চিত হয় (অর্থাৎ যদি তোমরা **আল্লাহ পাকে**র রহমতের আশাবাদী হও তবে নিজেদের অন্তরকে কঠোরতা থেকে বাঁচিয়ে রাখো)।”

(উয়ুনুল হিকায়াত, ১১৯ পৃষ্ঠা)

ইয়া রব! না জরুরত কে সিওয়া কুছ কভী বলুঁ,
আল্লাহ যুবাঁ কা হো আতা কুফলে মদীনা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৩ পৃষ্ঠা)

সুস্বাদু খাবার খেতে থাকা, অন্তরের কঠোরতার কারণঃ

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: “আখিরাতের পথের পথিক বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام মুবারক অভ্যাস ছিলো যে, তাঁরা তরকারি সর্বদা নয় বরং কখনো কখনোই খেতেন এবং নফসের চাহিদা থেকে বেঁচে থাকতেন, কেননা **মানুষ যদি নফসের চাহিদা অনুযায়ী মজাদার খাবার খেতে থাকে তবে এর দ্বারা তাঁর নফসে গর্ব এবং অন্তরে কঠোরতা সৃষ্টি হয়**, তাছাড়া সে দুনিয়ার মজাদার বস্তুসমূহের প্রতি এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে যায় যে, দুনিয়াবী স্বাদসমূহের ভালবাসা তার অন্তরে বসে যায় এবং সে **আল্লাহ পাকে**র সাক্ষাৎ এবং **তাঁর** দরবারে উপস্থিত হওয়ার কথা ভুলে যায়, তার জন্য দুনিয়া **জান্নাত** এবং মৃত্যু **জেলখানা** হয়ে যায়। তবে যদি সে নিজের নফসের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করে এবং তাকে স্বাদ থেকে বঞ্চিত রাখে তবে দুনিয়া তার জন্য জেলখানা হয়ে সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং তার নফস এই জেলখানা ও

সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি চায় আর **মৃত্যুই** হলো তার মুক্তি। হযরত সায়্যিদূনা ইয়াহইয়া বিন মুয়ায রাযি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণীতে এরই প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যেমনটি তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **"হে নেককারের দল!** জান্নাতের ওয়ালিমা (ভোজ) খাওয়ার জন্য নিজেকে ক্ষুধার্ত রাখো, কেননা নফসকে যতই ক্ষুধার্ত রাখা হবে, ততই খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাবে।"

(ইহইয়াউল উলূম, ৩/১১৩)

লেবাননের পর্বতের আউলিয়াদের উপদেশ:

পেট ভরে খাওয়ার একটি ক্ষতি এটাও যে, বান্দা ইবাদতের স্বাদ ও মিষ্টতা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, যেমনটি আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি যখন থেকে মুসলমান হয়েছি, কখনো পেট ভরে খাইনি, যাতে ইবাদতের স্বাদ নসীব হয়। হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি লেবাননের পাহাড়ের কিছু আউলিয়ায়ে কিরামের সহচর্যে ছিলাম, তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই আমাকে এটাই বললো: যখন মানুষের মাঝে যাবে, তখন তাদেরকে চারটি বিষয়ে উপদেশ দিবে, এর মধ্যে একটি উপদেশ এটা ছিলো যে, **যেই ব্যক্তি বেশি আহার করবে তার ইবাদতের স্বাদ নসীব হবে না।** (মিনহাজুল আবেদীন, ৮৪, ৯৮ পৃষ্ঠা)

শওক খানে কা বড়হ্ চলা ইয়া রব! নফস কা দাও চল গেয়া ইয়া রব!
খুব খানে কি খু মিটা ইয়া রব! নেক বান্দা মুঝে বানা ইয়া রব!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

অন্তরের কঠোরতার একটি কারণ "অতিরিক্ত হাসা"

হে আশিকানে রাসূল! হাসা যদিওবা জায়িয কিন্তু "অতিরিক্ত হাসা" উদাসীনতায় নিমজ্জিতকারী, অনুচিত এবং অন্তরকে মৃত করে দেয়ার মত কাজ, অপ্রয়োজনীয় হাসি থেকে বাঁচার কারণে اِنْ شَآءَ الله রূহানিয়্যতে উন্নতি অর্জিত হবে। সুতরাং এরই প্রেক্ষিতে কিছু বাণী উল্লেখ করা হচ্ছে, যেন আখিরাতের স্মরণে আমাদের গম্ভীরতা অর্জিত হয়! **প্রিয় নবী, রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "অত্যধিক হাসিও না! কেননা অত্যধিক হাসা অন্তরকে মৃত বানিয়ে দেয়।" **(ইবনে মাজাহ, ৪/৪৬৫, হাদীস ৪১৯৩)**

অত্যধিক হাসা আখিরাতের প্রতি উদাসিনতার লক্ষণ। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَّلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا ـ অর্থাৎ যদি তোমরা তা জানতে, যা আমি জানি তবে তোমরা হাসতে কম এবং কাঁদতে বেশি। **(বুখারী, ৩/২১৮, হাদীস ৪৬২১)**

সাহাবারা কি হাসতেন?

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবীরা কি হাসতেন? বললেন: হ্যাঁ এবং তাঁদের অন্তরে ঈমান পাহাড়ের চেয়েও শক্তিশালী ছিলো। **(শরহুস সুন্নাহ, ৬/৩৭৫, হাদীস ৩২৪৪)**

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: হয়তো প্রশ্নকারী ঐ হাদীস শরীফটি শুনেছেন, "অধিক হাসা অন্তরকে মৃত করে দেয়" তখন তিনি হয়তো ভাবলেন যে, সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কখনো হাসতেন না, (কেননা) তাঁদের তো অন্তর জীবিত ছিলো, অতএব তাঁদের সাথে হাসির সম্পর্ক কিসের! (সায়্যিদুনা

ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا এর “হ্যাঁ” বাচক) উত্তর দেয়ার উদ্দেশ্য এটাই যে, হাসি হারাম নয় বরং হালাল, তাঁরা (অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان) সেই হাসি হাসতেন না, যা অন্তরকে মৃত করে দেয় অর্থাৎ সর্বদা হাসতে থাকা বরং তাঁরা (সাহাবায়ে কিরামগণ) সেই হাসি হাসতেন, যা অন্তরকে সতেজ রাখে এবং সম্বোধিত ব্যক্তিকেও সতেজ বানিয়ে দেয়। (মিরআত, ৬/৪০৪)

অন্তর মরে যাওয়ার কারণ:

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: যে বেশি হাসে তার প্রভাব কমে যায় এবং যে মজা ও ঠাট্টা করে মানুষের দৃষ্টিতে সে ছোট হয়ে যায়, যে ব্যক্তি যেই কাজ অধিক হারে করে, সে সেভাবেই পরিচিত হয়, যে বেশি কথা বলে, সে বেশি ভুল করে এবং যার ভুলভ্রান্তি বেশি হয়ে যায়, তার লজ্জা কমে যায় এবং যার লজ্জা কমে যায় তার পরহেযগারী কমে যায় এবং যার পরহেযগারী কমে যায় তার অন্তর মরে যায়। (ইহইয়াউল উলূম (উর্দু), ৩/৩৮৯)

এটা কি আল্লাহকে ভয়কারীদের ধরন? (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা ওহাইব বিন ওরাদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ঈদুল ফিতরের দিন কিছু মানুষকে হাসতে দেখে বললেন: যদি এদের ক্ষমা হয়ে যায়, তবে কি এটা কৃতজ্ঞদের কাজ এবং যদি তাদের ক্ষমা না হয়, তবে কি এটা ভীতদের ধরণ? (ইহইয়াউল উলূম (উর্দু), ৩/৩৯) এই বর্ণনাটি উদাসীনতার সহিত হাসি ঠাট্টাকারীদের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে হয়তো, অন্যথায় ঈদের দিন খুশি প্রকাশ করা উচিৎ।

www.dawateislami.net

আল্লাহকে ভয়কারী কারা?

সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, **আল্লাহ পাক**কে ভয়কারী কারা? বললেন: তাদের অন্তর **আল্লাহ** পাকের ভয়ে ব্যথিত, তাদের চক্ষু কান্না করে, তারা বলে আমরা কিভাবে আনন্দিত হবো, যেখানে মৃত্যু আমাদের পিছনে রয়েছে এবং কবর আমাদের সামনে আর কিয়ামত আমাদের ওয়াদার স্থান, জাহান্নাম অতিবাহিত করতে হবে এবং **আল্লাহ পাকের** সামনে দন্ডায়মান হতে হবে। (ইহইয়াউল উলূম, ৪/২২৭)

কাঁদতে কাঁদতে জাহান্নামে প্রবেশ করবে:

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: "যে ব্যক্তি হাসতে হাসতে গুনাহ করে, সে কাঁদতে কাঁদতে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (ইহইয়াউল উলূম (উর্দু), ৩/৩৯১) তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা আমের বিন কাইস رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: "যে ব্যক্তি দুনিয়ায় অত্যধিক হাসে, সে কিয়ামতে অধিক কান্না করবে।" (তানবিহুল মুগতারিন, ৪২ পৃষ্ঠা)

অতঃপর তাকে কখনো হাসতে দেখা যায়নি: (ঘটনা)

মর্যাদাবান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান বসরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে হাসছে, তখন তিনি বললেন: یَا فَتٰی هَلۡ مَرَرۡتَ بِالصِّرَاطِ؟ অর্থাৎ হে যুবক! তুমি কি পুলসিরাত অতিক্রম করে নিয়েছো? সে বললো: না। অতঃপর বললেন: هَلۡ تَدۡرِیۡ اِلَی الۡجَنَّةِ تَصِیۡرُ اَمۡ اِلَی النَّارِ؟ অর্থাৎ তুমি কি জানো যে, তুমি জান্নাতে যাবে নাকি জাহান্নামে? সে বললো:

না। বললেন: فَمَا هٰذَا الضِّحْكُ অর্থাৎ অতঃপর এরূপ হাসছো কিভাবে? (ইহইয়াউল উলূম, ৪/২২৭) অর্থাৎ যখন এরূপ বিপদ তোমার সামনে রয়েছে এবং তোমার মুক্তিরও কোন নিশ্চিয়তাও নেই তবে কোন খুশিতে তুমি হাসছো? এরপর থেকে ঐ ব্যক্তিকে কারো সাথে হাসতে দেখা যায়নি। (আখলাকুস সালেহীন, ৪৯ পৃষ্ঠা)

জান্নাতে কেউ কাঁদলে তবে তা আশ্চর্যের বিষয়:

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন ওয়াসেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন তুমি জান্নাতে কাউকে কাঁদতে দেখবে তবে কি তুমি তার কান্নাতে আশ্চর্য হবে না? আরয করা হলো: অবশ্যই হবো। বললেন: যে দুনিয়ায় হাসে কিন্তু এটা জানা নেই যে, তার ঠিকানা কোথায় হবে (অর্থাৎ জান্নাত পাবে নাকি জাহান্নাম) তো এই (হাসতে থাকা) ব্যক্তির ব্যাপারটা এর চেয়েও বেশি বিস্ময়কর। (ইহইয়াউল উলূম (উর্দু), ৩/৩৯১)

মৃত্যুর উপর বিশ্বাসীরা হাসে কিভাবে?

হাদীসে কুদসীতে এসেছে (**আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন): عَجَبًا لِّمَنْ اَيْقَنَ بِالْمَوْتِ كَيْفَ يَفْرَحُ অর্থাৎ বিস্ময় সেই ব্যক্তির প্রতি, যে মৃত্যুর উপর বিশ্বাস রাখে, অতঃপর কিভাবে হাসে! (শুয়াবুল ঈমান, ১/২২৩, হাদীস ২১২)

৪০ বছর পর্যন্ত হাসেনি:

হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **৪০ বছর পর্যন্ত হাসেননি** এক পর্যায়ে তাঁর ইন্তিকাল হয়ে গেলো। অনুরূপভাবে হযরত গযওয়ান রাকাশী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাসতেন না। (তানবীহুল মুগতারিন, ৪২ পৃষ্ঠা)

৫০ বছর পর্যন্ত হাসতে দেখিনি:

হযরত সায়্যিদুনা আউন ইবনে আবু যায়িদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত আতা সুলামি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট **পঞ্চাশ বছর** ছিলাম, আমি তাঁকে কখনো হাসতে দেখিনি। (তানবিহুল মুগতারিন, ৪২ পৃষ্ঠা)

পোশাক নেককারদের ন্যায় এবং .....

হযরত মূয়ায আদাবিয়াহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا একদিন এমন যুবকদের পাশ দিয়ে গমন করলেন, যারা হাসছিলো এবং তাদের পোশাক ছিলো উলের অর্থাৎ পোশাক সূফিদের ন্যায় ছিলো, তখন তিনি বললেন:

سُبْحٰنَ الله، لِبَاسُ الصَّالِحِيْنَ وَضِحْكُ الْغَافِلِيْنَ۔

سُبْحٰنَ الله ! পোশাকতো নেককার লোকদের আর হাসি অলসদের।

(তানবিহুল মুগতারিন, ৪২ পৃষ্ঠা)

নামাযে হাসার বিধান:

(১) রুকু সিজদা বিশিষ্ট নামাযে কোন বালিগ (প্রাপ্তবয়স্ক) অট্রহাসি দিলো অর্থাৎ এমন আওয়াজে হাসলো যে, তার আশেপাশের ব্যক্তিরা শুনতে পেলো, তবে অযুও ভঙ্গ হয়ে গেলো এবং নামাযও ভঙ্গ হয়ে গেলো, যদি এমন আওয়াজে হাসলো যে, শুধুমাত্র নিজে শুনতে পেলো, তবে নামায ভঙ্গ হলো কিন্তু অযু অবশিষ্ট আছে, মুচকি হাসিতে না অযু ভঙ্গ হয় না নামায। মুচকি হাসিতে আওয়াজ একেবারে হয় না শুধুমাত্র দাঁত প্রকাশ পায়। **(২)** কোন বালিগ (প্রাপ্তবয়স্ক) জানাযার নামাযে অট্রহাসি দিলো তবে নামায ভঙ্গ হয়ে গেলো কিন্তু অযু অবশিষ্ট রয়েছে। **(৩)** নামাযের বাইরে অট্রহাসি দিলে অযু ভঙ্গ হয়না কিন্তু পূনরায় অযু করে নেওয়া মুস্তাহাব।

(মারাকিল ফালাহ, ৯১, ৮৪ পৃষ্ঠা) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনোই অট্টহাসি দেননি, সুতরাং আমাদেরও চেষ্টা করা উচিৎ যে, আমরাও যেন উচ্চ আওয়াজে না হাসি।

ইয়া রাব্বে মুস্তফা! আমাদের অন্তরের কঠোরতা দূর করে তা আপনার স্মরণ দ্বারা পরিপূর্ণ করুন, অহেতুক কথাবার্তা, অযথা হাসা এবং নফসের চাহিদার অনুসরণ করা থেকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখুন, প্রত্যেক ধরনের গুনাহ থেকে আমাদেরকে হেফাযত করুন এবং আমাদেরকে সর্বদা যিকির এবং দরূদে লিপ্ত থাকার সৌভাগ্য দান করুন।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হো গেয়া কলব হায় সিয়াহ লুতফ নুরে খোদা কিজিয়ে।
কলব পাত্থর সে ভি সখত হে ইস কো নরমি আতা কিজিয়ে।
জগমগা দিজিয়ে কলবে সিয়াহ লূতফ বদরুদ দোজা কিজিয়ে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫০৫ পৃষ্ঠা)

মিউজিক সেন্টার বন্ধ করে দিলো:

হে আখিরাতের কল্যাণের আশাবাদীরা! অযথা হাসার অভ্যাস দূর করতে, মনে কষ্ট দেয়া থেকে নিজেকে বাঁচাতে এবং গম্ভীরতা অর্জনের জন্য আশিকানে রাসূলের সহচর্যে থাকুন। আপনাদের উৎসাহের জন্য একটি “মাদানী বাহার” উপস্থাপন করছি: সু’য়ি (বেলুচিস্তান) এর এক ইসলামী ভাই তখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়তো, যখন খারাপ বন্ধুদের সহচর্য তার মাঝে রঙ ছড়াতে শুরু করলো। এস এস সি (মাধ্যমিকের) পরে যখন কলেজে ভর্তি হলো তখন তার সব ধরনের মন্দ কাজ করার স্বাধীনতা অর্জিত হয়ে গেলো! শয়তান হাত ধরে তাকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করলো।

এখন মদ্যপান, মারামারি, জুয়া এবং বিভিন্ন ধরনের খারাপ কাজ করতো। অনেক সময়তো সারারাত জুয়া এবং নেশা করে অতিবাহিত করতো, এক পর্যায়ে ফজরের আযান শুনা যেতো, কিন্তু আফসোস! সে নিজের বন্ধুদের সাথে হাসি তামাশায় পরে থাকতো। যদি কখনো তার মা থাকে বুঝাতো, তখন সে তার মুখে মুখে কথা বলতো বরং مَعَاذَ الله গালি পর্যন্ত দিতো। সে তার রুমের চারিদিকে সিনেমার নায়ক নায়িকার ছবি লাগিয়ে রেখেছিলো এবং ছবিগুলোর পেছনে একটি "গোপন কক্ষ" বানিয়ে রেখেছিলো, যেখানে সবসময় মদের বোতল থাকতো। এরূপ অন্ধকারে নিমজ্জিত অবস্থায় ১৯৯৮ সাল এসে গেলো। সে নিজে একটি "মিউজিক সেন্টার" খুললো, একদিন সে দোকানে বসে ছিলো, হঠাৎ একজন সবুজ পাগড়ী পরিহিত ইসলামী ভাই তাকে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ানের একটি ক্যাসেট দিলো এবং চালানোর অনুরোধ করলো, যখনি সে ক্যাসেট চালালো তখন কোন মাওলানা সাহেবের আওয়াজ শুনতে পেলো, সে ভয় পেয়ে বন্ধ করে দিলো এবং ইসলামী ভাইকে ক্যাসেট ফিরিয়ে দিয়ে বলতে লাগলো: ভাই! আমার এই বিষয়ে এলার্জি রয়েছে, এই ক্যাসেট আমি চালাতে পারবো না। সেই ইসলামী ভাইটি রাগ করার পরিবর্তে বিনয় সহকারে বললো: যদি এখানে চালাতে না পারেন তবে দয়া করে! ঘরে নিয়ে যান এবং অবশ্যই শুনে নিবেন। সে পিছু ছাড়ানোর জন্য তার থেকে ক্যাসেট নিয়ে জ্যাকেটের পকেটে রেখে দিলো। রাতে যখন ঘুমাতে লাগলো তখন তার ক্যাসেটের কথা মনে পড়লো, চিন্তা করলো যে, শুনে নিই, সকালে যদি সেই ইসলামী জিজ্ঞাসা করে তখন লজ্জিত হবো। যখন সে ক্যাসেটটি চালিয়ে শুনলো, তখন স্থির হয়ে গেলো, ক্যাসেট শেষ হওয়ার পর কাঁদতে কাঁদতে পুনরায় শুনলো। নিজের গুনাহ থেকে তাওবা

করলো এবং ভোরে ফজরের নামায পড়ার জন্য মসজিদে চলে গেলো। নামাযীরা আশ্চার্যজনক আনন্দে তার দিকে তাকালো যে, এই ব্যক্তি নামায পড়তে এসে গেলো? তাও ফজরের! অতঃপর সে তার "মিউজিক সেন্টার"ও বন্ধ করে দিলো এবং কিছুদিনের মধ্যে সে দাঁড়ি শরীফ দ্বারা নিজের চেহেরা সাজিয়ে নিলো। অতঃপর ২০০৩ সালে আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা করাচীতে কাফেলা কোর্স করার সৌভাগ্যও অর্জিত হলো।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه বার মাসের কাফেলায় সফর করার সুযোগ হয় এবং বেলুচিস্তানের দু'টি কাবিনার কাফেলা যিম্মাদার হিসেবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ করার সৌভাগ্যও নসীব হলো।

গর আয়ে শরাবি মিটে হার খারাবি,
চাড়হায়ে গা এ্যয়সা নাশা মাদানী মাহোল।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

মনযোগ আকৃষ্টকারী কার্যাদি থেকে আগে মুক্ত হয়ে যান:

নামায শুরু করার পূর্বে ঐ সমস্ত বিষয় থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিন, যা নামাযে মনোযোগ আকৃষ্ট করা এবং **আল্লাহ পাকে**র স্মরণ থেকে দূরে রাখার কারণ হতে পারে, তাছাড়া নীরব স্থান এবং শোরগোল থেকে দূরে থাকা, সামনের পর্দা এবং জায়নামাযের উপর এরূপ নকশা ইত্যাদি না হওয়া, যার দ্বারা মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং বিনয় ও একাগ্রতায় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রচন্ড ঠান্ডা এবং প্রচন্ড গরম থেকে বাঁচার মাধ্যমও গ্রহণ করুন। যদি খাবার বা প্রস্রাব ইত্যাদির প্রয়োজন হয় তবে তা সেরে নিন।

www.dawateislami.net

বুঝার বিষয় (ঘটনা ও বাণী):

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: "বুদ্ধিমান মানুষের কাজ হলো যে, প্রথমেই প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নেয়া, যেন নামায শুরু করার সময় তার অন্তর মুক্ত থাকে।" (কু'তুল কুলুব, ২/১৬৯) তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা মাসরুক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের পরিবারকে বলতেন যে: "(আমার সাথে সম্পর্কিত) নিজের সকল প্রয়োজনাদি আমার নামায শুরু করার পূর্বেই বলে দাও।" (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/১১২, হাদীস ১৬১১)

অন্তর খাবারের প্রতি ফেঁসে থাকা একাগ্রতায় প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ:

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যেই বিষয় দ্বারা অন্তর এদিক সেদিক ফিরে যায় এবং সেই (বিষয়) যদি দূর করা সম্ভব হয় তবে তা দূর করা ব্যতীত নামায পড়া মাকরূহ, যেমন; পায়খানা বা প্রস্রাব বা প্রবল বায়ুচাপ হওয়া কিন্তু যখন সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন পড়ে নিন অতঃপর পুনরায় আদায় করুন। (অর্থাৎ ওয়াজিবুল ইয়াদার নিয়্যতে দ্বিতীয়বার পড়ে নিন, কেননা সেই নামায মাকরূহে তাহরিমী হয়েছিলো) অনুরূপভাবে খাবার সামনে এসে গেলো এবং এর প্রতি আগ্রহও প্রবল। মোটকথা এমন কোন কর্ম সম্পাদিত হওয়া, যার কারণে অন্তর ফিরে যায়, একাগ্রতায় বেগাত ঘটে, তখনও নামায পড়া মাকরূহ। (বাহারে শরীয়ত, ১/৪৫৭)

www.dawateislami.net

নামাযকে "খাবার" নয়, "খাবারকে" নামায বানিয়ে দাও!

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারক মুফতী শরীফুল হক আমজাদী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যদি সামনে খাবার রেখে দেখা হয় বা সে খাওয়া অবস্থায় জামাআত শুরু হয়ে গেলো তখন খাবার ছেড়ে দিয়ে জামাআতের জন্য যাওয়া ওয়াজিব নয় এবং এই বিধানে এটাও রয়েছে যে, প্রচন্ড ক্ষুধা লাগা এবং খাবারও প্রস্তুত রয়েছে। সায়্যিদুনা ইমামে আযম رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "নামাযকে খাবার বানিয়ে দাও, কেননা নামাযের সময় খাবারের দিকে মন লেগে থাকবে, এর চেয়ে উত্তম হলো যে, খাবারকে নামায বানিয়ে দাও যে, খাবার সময় নামাযের দিকে মন লেগে থাকবে।" এটা ঐ সময় প্রযোজ্য যখন নামাযের সময় থাকে এবং যদি এই সম্ভাবনা থাকে যে, খাবার খেতে খেতে নামাযের সময় চলে যাবে বা মাকরূহ সময় শুরু হয়ে যাবে, তবে এই অবস্থায় নামায আগে পরে নিন। (নুযহাতুল কারী, ২/৩৩৮, ৩৩৯)

জামাআতের জন্য দৌঁড়ানো ঠিক নয়

প্রথম তাকবীর বা জামাআতের জন্য দৌঁড়ানো নিষেধ, এতে যদি নিঃশ্বাস বেড়ে যায় তবে "**বিনয়**" কিভাবে আসবে? **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার ১৬৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "**জলদবা'যী কে নুকসানাত**" এর ৩১-৩২ পৃষ্ঠায় রয়েছে: নিশ্চয়ই তাকবীরে উলাসহ জামাআত সহকারে নামায পড়া অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ হতে বর্ণিত; **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যেই ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য

www.dawateislami.net

চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাকবীরে উলা সহকারে জামাআতের সহিত নামায আদায় করে, তার জন্য দুই ধরনের মুক্তি লিখা হয়েছে, একটি মুক্তি জাহান্নাম থেকে দ্বিতীয়টি মুনাফেকি থেকে। (তিরমিযী, ১/২৭৪, হাদীস ২৪১) কিছু কিছু ইসলামী ভাই তাকবীরে উলা পাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে দৌঁড়ানো শুরু করে দেয়, যার কারণে মাটিতে আওয়াজ সৃষ্টি হয়, যা মসজিদের আদবের পরিপন্থী।

দৌঁড়ে আসিও নাঃ

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন যে, আমি **রাসূলে পাক** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে "যখন নামাযের তাকবীর বলা হয় তখন দৌঁড়ে আসিও না, বরং শান্তভাবে হেঁটে এসো, যা পাও তা পড়ে নাও, যা রয়ে যায় তা পূরণ করে দাও।"

(মুসলিম, ২৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৬)

নামাযের জন্য না দৌঁড়ানোর উপকারীতাঃ

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেনঃ অর্থাৎ জামাআতের জন্য আতংকিত হয়ে দৌঁড়ে এসো না, কেননা এতে পড়ে যাওয়ার, আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকে। এর দ্বারা কিছু মাসআলা জানা যায়ঃ একটি হলো যে, জামাআতে অংশগ্রহণ করার জন্য শান্তভাবে আসা মুস্তাহাব, দৌঁড়ানো মুস্তাহাবের পরিপন্থী, হারাম নয়। দ্বিতীয়টি হলো যে, (নামাযের) শেষ অংশ পাওয়া গেলেও জামাআত পাওয়া হয়, সুতরাং যে জুমার নামাযের আত্তাহিয়্যাত পেয়ে যায়, সে জুমা পড়বে (অর্থাৎ সে জুমার জামাআত পেয়ে গেলো)। তৃতীয়টি হলো, যে রাকাতে

মুক্তাদী এসে যোগ দেয়, তা সংখ্যার ভিত্তিতে তার জন্য প্রথম রাকাত এবং কিরাতের ভিত্তিতে শেষ রাকাত। (মুফতী সাহেব আরো বলেন:) যখন থেকে সে নামাযের নিয়্যতে ঘর থেকে বের হলো নামাযের সাওয়াব পেতে থাকবে, অতঃপর তাড়াতাড়ি কেন করবে! কেন পরে যাবে এবং আঘাত পাবে! শান্তভাবে এসো, যা পাও আদায় কর। মনে রাখবে! যদি তাকবীরে উলা বা রুকু পাওয়ার জন্য একটু দ্রুত আসে কিন্তু এতো দ্রুত নয় যে, আঘাত লাগার কোন সম্ভাবনা থাকে, তবে সমস্যা নেই।

(মিরাতুল মানাজিহ, ১/৪২৫, ৪২৬)

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

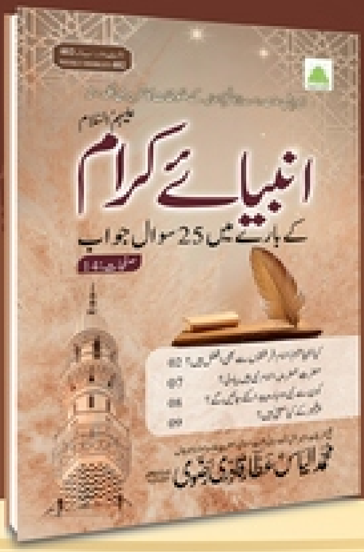

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net